চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাজেট ২০২০-২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

উপস্থিত সম্মানিত প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সম্মানিত সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় প্রধানগণ, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জানাই আদাব।

আজ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫ম নির্বাচিত পরিষদের শেষ বাজেট। অধিবেশনের শুরুতে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাকাণ্ডে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ সকল শহিদদের। ৩রা নভেম্বর কারাভ্যন্তরে নিহত শহিদ জাতীয় চার নেতাকেও। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ৫২-এর ভাষা শহীদগণকে যাঁরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। স্মরণ করছি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকের এ স্বাধীন বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, যাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশের গণ্ডি পেরিয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণে যিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে সম্পৃক্ত করেছেন। স্মরণ করছি চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রয়াত কীর্তিমান ব্যক্তিদের, যাঁদের মেধা ও শ্রম ব্যয় হয়েছে এ-নগর বিনির্মাণে।

হাজার বছরের চট্টগ্রাম ইতিহাস আর ঐতিহ্যের মহাস্মারক হয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাসে। পাহাড়-সাগর-নদীবেষ্টিত এ শহর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। বাংলাদেশের সমুদ্র-বাণিজ্য খাতে চট্টগ্রামের অবদানের কথা সকলেই জানেন। অধিকন্তু বারো আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সকল সংকটে জাতিকে উজ্জীবিত করেছে। এখানকার প্রকৃতিই নানান জাতি, শ্রেণি ও পেশার মানুষের সম্প্রীতির বাহন। এজন্য ইতিহাসে চট্টগ্রামের অবদান অবিস্মরণীয়। বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত চট্টগ্রামের প্রধান সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪১টি ওয়ার্ডের মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষ নাগরিকের অভিভাবকত্ব করছে।

বাজেট বক্তব্যের শুরুতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় নগরবাসীর কাছে, যাঁরা আমাদের পরিষদকে এ-নগরের নাগরিকসেবা ও উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সে গুরুদায়িত্ব স্মরণ রেখে নগরবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর প্রত্যাশা ও চট্টগ্রাম মহানগরকে পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ নান্দনিক ও বাসযোগ্য নগর প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ১ হাজার ৪ শত ৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের ২ হাজার ৪ শত ৩৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট নগরবাসীর নিকট উপস্থাপন করছি।

নগরবাসীর বৃহত্তম সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন; নগরবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। তাই নগরবাসীর যত অভিযোগ অনুযোগ এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি। নগরবাসীর প্রত্যাশাও অনেক। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একটি মেগাসিটি, স্মার্ট সিটি, নির্মল শহর নগরবাসীর প্রত্যাশা। সামর্থ্যের মধ্যে সে প্রত্যাশা পূরণে চসিক নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যতটুকু সদিচ্ছা আছে ততটুকু আর্থিক সক্ষমতা নেই। আর্থিক সক্ষমতা ছাড়া নগরবাসীর শত ভাগ প্রত্যাশা পূরণ করা যায় না। আর্থিক সক্ষমতা না থাকাতে পৌরকরের ওপর নির্ভর করে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হলে সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সেটা করার জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় যে সুযোগ সেটা গ্রহণের বিকল্প নেই। এখন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যে ম্যাচিং ফান্ড দিতে হয় তা দেয়ার পুরোপুরি সক্ষমতা নেই। ম্যাচিং ফাণ্ড দিতে না পারলে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা তো কঠিন হয়ে যায়। সে কারণেই আইনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পৌরকর

পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলাম। কিন্ত দুর্ভাগ্য, এটা করতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছি। আমার প্রয়াসটা ব্যর্থ হয়েছে। তাতে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি সে চেষ্টায় সফল হতাম তাহলে বর্তমানে যে রাজস্ব আদায় হচ্ছে তা এতদিন দ্বিগুণ বা তিন গুণ হয়ে যেত। প্রত্যাশিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও করা সহজ হতো।

আর্থিক সক্ষমতা না থাকলেও আবার কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো সিটি কর্পোরেশনের একক সিদ্ধান্তে করা যায় না। এ প্রতিষ্ঠান যেহেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন, সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হয়। যেমন দায়িত্ব নেয়ার পর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০ শতাংশ বৈশাখীভাতা এবং নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করা হয়। তা কার্যকর করতে গিয়ে প্রশাসনিক ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এটা আমার উপর চাপ তৈরি করেছে। তার উপর পূর্বসূরির ২৯৫ কোটি ২৬ লাখ ৯৩ হাজার ১৭৪ টাকা দেনা ছিল।

পৌরকর পরিশোধে যাঁরা অক্ষম তাঁদের রিভিউ বোর্ড গঠন করে কমিয়ে দিয়েছি। একেবারে অসহায় অনেককে নামমাত্র এক টাকা, দুই টাকা করে দিয়েছি। বরং যাঁদের দেয়ার সক্ষমতা আছে, আর্থিকভাবে খুব স্বচ্ছল, উচ্চবিত্ত বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো *সঠিকভাবে কর প্রদান করলে সাধারণ জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি হতো না। দুর্ভাগ্য, বিষয়টি কেউ বুঝতে চেষ্টা করেনি।*

নগরীর হালিশহরস্থ ফইল্যাতলী বাজারে বহুতলবিশিষ্ট আধুনিক কিচেন মার্কেট-এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ১০-তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট এ কিচেন মার্কেটটির বেসমেন্টসহ ৩য়-তলা পর্যন্ত নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। অর্থ জোগান দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। এ নগরীর গুরুত্ব অপরিসীম। দিন দিন শহরের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে । তা ছাড়া দক্ষিণ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কাজও এগিয়ে যাচ্ছে। ৩০.৮৪ গণ্ডা জমির উপর বাণিজ্যিক ভবনটি নির্মিত হবে। ১০-তলাবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ২০ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। চট্টগ্রাম শপিং কমপ্লেক্সকে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভা ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়। এটি মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। বিবেচনাশক্তি, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করে। শিক্ষাই একজন মানুষকে মনুষ্যত্বের গুণাবলি সমৃদ্ধ করে এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ২০৪১ সালের উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে মেধাবী ও প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়ার বিকল্প নেই।

সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে সমাজে ছেড়ে দিতে পারাটাই মা-বাবার সার্থকতা। মেধা, মনন ও মানসিকতার সমন্বয়সাধন করে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে উৎসাহ জোগাতে হবে। সন্তানদের শুধু পড়ালেখায় চাপ দিলে চলবে না, তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হবে। মা-বাবাকে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে। মাদক সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। মাদকের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ফেসবুক যেন আজ নতুন নেশা। কচিকাঁচা শিক্ষার্থীরাও নেশাগ্রস্ত। তারা না ঘুমিয়ে ফেসবুকিং করে। ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরো সজাগ-সতর্ক হতে হবে। সন্তানদের মোবাইল নিয়ন্ত্রণ করুন। অন্যথায় বড় ধরনের বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। শাসন সোহাগে সন্তানদের গড়ে তুলুন। তাদের নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। জ্ঞানের সাথে নৈতিকতা অর্জিত না হলে সে-জ্ঞান সন্তানদের বিপথে পরিচালিত করবেই।

শিক্ষা খাতে প্রতি বছর ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন ৪২ কোটি টাকা ছিল। এখন দিতে হচ্ছে ৫৬ কোটি টাকা। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের অনুমতি ছিল না, এমপিও ছিল না। এ ছাড়া অনেক সমস্যা ছিল। সেগুলো সমাধান করেছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে ৬টি স্কুল ও ৩টি কলেজের এমপিও, ৭টি স্কুল-কলেজে কলেজ শাখার স্বীকৃতি ও ৩টি কলেজের স্কুল শাখা থেকে কলেজ শাখা পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০টি কলেজে নতুন ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত কার্যক্রম চলমান আছে। ২০ প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও সংস্কারকাজ চলমান আছে। দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি বঞ্চিত ৯৪ জন প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপকে পদোন্নতি দিই। সংকট নিরসনে শিক্ষক নিয়োগ দিই। ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দিই। অ্যাডুকেশন ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করেছি।

প্রতিবছর ২০০ শিক্ষার্থীতে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করছি। কোর্ট বিল্ডিংসহ নগরীর বিভিন্ন জায়গায় ওয়াইফাই

জোন করেছি। 'হোল্ডিং ট্যাক্স', 'এস্টেট ম্যানেজমেন্ট', 'অনলাইন ফাইলিং' এবং ট্রেড লাইসেন্সকে ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে। ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষে 'অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট খাতগুলো পুরোপুরি অনলাইননির্ভর হলে নাগরিকরা ঘরে বসেই কাঙ্ক্ষিত সেবাগুলো পাবেন। এতে সেবা প্রত্যাশী লোকজনের ভোগান্তি ও দুর্ভোগ কমবে। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের ম্যানুয়েল পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরেরও সহযোগী হবে সিটি কর্পোরেশন। সিঙ্গাপুর-ব্যাঙ্কক মার্কেটে 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'-নির্মাণ ও কালুরঘাট বিএফআইডিসি রোডের জায়গায় হাইটেক পার্ক নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে নগরবাসীর নাগরিক সেবা দ্রুততর করার লক্ষে 'কল সেন্টার' চালু করি। কল সেন্টারের হান্টিং নম্বরে (১৬১০৪) সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যেকোনো মুঠোফোন থেকে ডায়াল করেই নাগরিকসেবা সংক্রান্ত তথ্য, অভিযোগ বা পরামর্শ দেওয়া যায়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি কলেজে অনার্স কোর্স চালুসহ মোট ৮টি ডিগ্রি কলেজ, ৭টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, ৮টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭টি কিন্ডারগার্টেন, ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ৫টি কম্পিউটার কলেজ (ক্যাম্পাস), ১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট, ১টি কারিগরি ইনস্টিটিউট, ৩৫০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ৮টি জামে মসজিদ, ২টি এবাদতখানা, ৪টি সংস্কৃত টোলসহ কতিপয় বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। তা ছাড়া সম্প্রতি ১টি ডিগ্রি কলেজ ও ২টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

একুশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। এটি চির অম্লান হয়ে থাকবে। এ-ভাষা যত বেশি অন্তরে ধারণ করবো, লালন করবো আন্তর্জাতিকভাবে তত বেশি বাংলাভাষার গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে। তাই একুশের চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে সমাজ,দেশ, ও জাতি গঠনে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ বছর ১১ জনকে একুশে সম্মাননা ও ৪ জনকে একুশে সাহিত্য পুরস্কার দিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এমএ আজিজ স্টেডিয়ামের সিজেকেএস জিমনেসিয়ামে মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অমর একুশে বইমেলা-২০২০ চট্টগ্রাম মঞ্চে এ অমর একুশে স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণিজনেরা হলেন ভাষা আন্দোলনে- আবু তালেব চৌধুরী (মরণোত্তর), শিক্ষায়- অধ্যক্ষ এএফএম মোজাফফর আহমদ (মরণোত্তর), চিকিৎসাসেবায়- প্রফেসর সৈয়দা নুরজাহান ভূঁইয়া (মরণোত্তর), স্বাধীনতা আন্দোলনে- শহিদ হারুনুর রশীদ (মরণোত্তর), মুক্তিযুদ্ধে- মোহাম্মদ হারিছ, সাংবাদিকতায়- আখতার-উন-নবী (মরণোত্তর), সংগঠক- প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, সংগঠক- বিএফইউজের সহ-সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, ক্রীড়ায়- সিরাজ উদ্দিন মো. আলমগীর, সংগীতে- ওস্তাদ স্বপন কুমার দাশ, সমাজসেবায়- সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিটকে একুশে সম্মাননা স্মারক এবং কথাসাহিত্যে (অনুবাদ)- ড. মাহমুদ উল আলম, প্রবন্ধ, গবেষণায়- অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন, কবিতায়- ওমর কায়সার ও শিশুসাহিত্যে- আকতার হোসাইন ।

পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। যখন দায়িত্ব নিয়েছি তখন শহরে বিভিন্ন স্থানে খোলা জায়গায় ১,৩৩৯টি ডাস্টবিন ও ডাম্পিং স্টেশন ছিল। সেটা ৫৫০-এ কমিয়ে এনেছি। নগর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য ২ হাজার ডোর-টু-ডোর সেবক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ডাস্টবিনমুক্ত নগর ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে চসিক। তাই এ শহরকে শত ভাগ পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়তে নগরবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে।

একসময় ২৪ ঘণ্টা এসব স্পটে ময়লা পড়ে থাকত। সেটা এখন নেই। এটা একটা অর্জন। আবার এসব ডাম্পিং স্টেশন থেকেও দ্রুত সময়ের মধ্যে ময়লা অপসারণ করছি। দিনের বেলায় ময়লা অপসারণ না করে আমরা রাতে অপসারণ করছি। এতে পথচারীদের চলা-ফেরায় অসুবিধা দূর হয়েছে, সেটা আমরা রাতে নিয়ে এসেছি। ডোর-টু-ডোর কার্যক্রমের মাধ্যমে বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এজন্য বিনামূল্যে ৯ লক্ষ বিন বিতরণ করেছি। সবগুলো মিলিয়ে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে বড় পরিবর্তন এসেছে।

নিজ আঙিনা পরিষ্কার রাখুন, ডেঙ্গু থেকে মুক্ত থাকুন। ডেঙ্গু রোগ সম্পর্কে নগরবাসীর মধ্যে জনসচেতনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মশা-মাছির উপদ্রব এবং মশার প্রজননরোধে দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ ছিটানোর ক্রাশ প্রোগ্রাম, মাইকিং, প্রচারপত্র বিলি, পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং নালা-নর্দমা পরিষ্কারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

করা হয়েছে।

ভারী বর্ষণ কিংবা থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার কারণে বাড়ির আশপাশ, নির্মাণাধীন বাড়ির ছাদ, ফুলের টব, আবর্জনা ফেলার পাত্র, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম,মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা, নারিকেলের মালা, ব্যাটারি শেল, পলিথিন, চিপসের প্যাকেট এবং নালা-নর্দমায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে এডিস মশার প্রজনন হয়। বর্ষাকালে কোনো পাত্রেই পানি জমিয়ে রাখা যাবে না। জমে থাকা পানি ছাড়া এডিস মশা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। এটি নিশ্চিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য লিফলেট, মাইকিং ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় ডিএসকে, ওয়াটার এইড ও কিমবার্লি কার্ক এর যৌথ উদ্যোগে নগরীর কে.সি. দে রোড, লালদিঘির পাড়, জেল গেটসংলগ্ন রাস্তার পাশে, অক্সিজেন মোড়, বিবির হাট গরুর বাজার, শাহ আমানত সংযোগ সড়ক, কাপ্তাই রাস্তার মাথা ও ২নং গেট শেখ ফরিদ মার্কেটে নারীবান্ধব পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সিসি ক্যামেরায় সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, লকারসহ ইত্যাদি সুবিধা সংবলিত আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যতে অনেকগুলো স্বাস্থ কেন্দ্র আধুনিকায়ন করেছি এবং সেবার মান বৃদ্ধি করেছি। আলকরণ ওয়ার্ডস্থ জেনারেল হাসপাতালে প্রতিবন্ধী কর্নার, দন্ত ও চক্ষু বহির্বিভাগ ও হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে ম্যাটস কোর্স চালু করেছি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থপনা কৌশলপত্র চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেছি। বহির্বিভাগে রোগীদের রেজিস্ট্রেশন ফি কমিয়ে ১০ টাকা করেছি। জেনারেল হাসপাতালে বার্ন ইউনিট চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগের আওতায় ০৫টি মাতৃসদন হাসপাতাল, ৫৬টি চসিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ০১টি হেলথ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যাটস্, ০১টি মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট এবং মা ও শিশুর জীবন রক্ষায় ইপিআই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩৩৪টি স্থায়ী ও অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত মাতৃসদন হাসপাতাল ও স্বাস্থ কেন্দ্রে ১৫০ জনের অধিক অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন।

এ সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ডায়াবেটিক পরীক্ষা, খতনা, গরিব দুস্থ শিশু-কিশোরীদের নাক-কান ছেদন, মেডিক্যাল চেক-আপ ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। নগরীর হত-দরিদ্র জনগোষ্টির স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করতে চালু করেছি "মেয়র হেলথ কেয়ার কার্ড"। এ প্রকল্পের আওতায় নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১ হাজার সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্র পরিবার এবং পরিবারের সকল সদস্য সারা বছর বিনামূল্যে কর্পোরেশনের মাতৃসদন হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রকার চিকিৎসাসেবা ভোগ করতে পারবে। এ স্বাস্থসেবায় বছরে চসিকের ব্যয় হবে প্রায় ২৬ কোটি টাকা। যার মধ্যে শুধুমাত্র মেডিসিন বাবদ ব্যয় হবে ৬ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম নগরীতে ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার হতদরিদ্র মানুষ রয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে নগরীর প্রায় ২লক্ষ হতদরিদ্র মানুষ চিকিৎসাসেবার সুযোগ পাবে।

৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নগরীর পুরাতন চান্দগাঁও থানা এলাকায় এ কসাইখানা নির্মিত হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৮৮ শতক জায়গায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় দেশের এ সর্বাধুনিক কসাইখানা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নগরে নির্ধারিত চসিকের কসাইখানায় পশু জবাই না করে যত্রতত্র পশু জবাই করা হয়। পশু জবাই কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় চট্টগ্রামে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ কসাইখানা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

করোনাভাইরাসে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। যেহেতু করোনাভাইরাসের এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিষেধক তৈরি হয়নি, তাই এটি প্রতিরোধে জনসচেতনার বিকল্প নেই। জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সংক্রমণের শুরু থেকেই মাইকিং, বিজ্ঞপ্তি প্রচার, লিফলেট বিতরণ, জীবাণুনাশক পানি ছিটানো, কন্ট্রোল রুম স্থাপন, জরুরি প্রয়োজনে চসিকের হাসপাতাল প্রস্তুত রাখাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি নগরবাসীসহ সবাইকে করোনা ভাইরাসে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন ও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। সরকার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে চাল ও শিশুখাদ্য বরাদ্দ দিয়েছেন। যা ৪১টি ওয়ার্ডে

কাউন্সিলরদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এ ভোগ্যপণ্যসমূহ যাতে সঠিক ও অসচ্ছল মানুষের হাতে যায় তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে নগরবাসীকে নিরাপদ রাখতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এরই অংশ হিসেবে এলআইইউপিসি-এর সহযোগিতায় নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ১ লক্ষ অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে হাত ধোয়ার সাবান, বালতি ও মাস্ক বিতরণ করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। জনস্বাস্থের কথা চিন্তা করে এন.আর.বি. ব্যাংক লিমিটেড চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে একটি অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করেছেন। তার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ করোনাভাইরাস পরীক্ষাগারের চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য, বিআইটিআইডি'র ল্যাবে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য, আল-মানাহিল সংগঠনের লাশ দাফন-কাফন কাজে নিয়োজিত কর্মীদের, সংবাদকর্মীদের ও চসিকের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত কর্মী ও পরিচ্ছন্ন কর্মীদের পিপিইসহ সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসকবৃন্দ এ যুদ্ধের অগ্রবর্তী বাহিনী। সকল চিকিৎসক সমাজসহ এ করোনা চিকিৎসাসেবায় যাঁরা নিয়োজিত থাকবেন তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টি যাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনানুযায়ী পরিচালিত হয় সে ব্যাপারে আমরা সচেতন। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বিগত ১৩ জুন, ২০২০খ্রি. তারিখ আগ্রাবাদ এক্সেস রোডস্থ সিটি কনভেনশন সেন্টারে চসিকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে ২৫০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও কোভিড টেস্টের জন্য ব্র্যাকের সহয়তায় ৬টি নমুনা সংগ্রহ বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

মাদককে সমাজ থেকে নির্মূল করা গেলেই সন্ত্রাসও নির্মূল হবে। দেশের উন্নয়নধারা অব্যাহত এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে মাদকসেবন থেকে দূরে রাখতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকবিরোধী নানারকম কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচেছ। মাদক ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ৪১টি ওয়ার্ডে সমাবেশ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ লালদিঘি মাঠে বিগত ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখ বিশাল মাদক ও জঙ্গিবিরোধী সমাবেশ চসিকের এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সফল উজ্জীবনের স্বাক্ষর বহন করে।

চট্টগ্রাম নগরের পরিকল্পিতভাবে সৌন্দর্যবর্ধন করা হচ্ছে। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চসিকের কোনো অর্থ ব্যবহার না করেই ধীরে ধীরে পুরো নগরীর ফুটপাথ, আইল্যান্ড, মিডিয়ানসহ সবুজায়নে আচ্ছাদিত করা হচ্ছে। কাজির দেউড়িস্থ, আউটার স্টেডিয়াম এলাকাটি দীর্ঘদিন ধরে ছিল অবৈধ স্থাপনা ও দখলদারদের অবাধ বিচরণস্থল। ময়লা আবর্জনার স্তূপ ছিল যত্রতত্র। ইতোমধ্যে এ এলাকায় সুইমিং পুল, মুক্তমঞ্চ ও ওয়াকওয়েসহ সৌন্দর্যবর্ধনের কার্যক্রমে স্টেডিয়ামের চারিদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইট-পাথরের ব্যস্ত ও কর্মক্লান্ত নগরজীবনে নাগরিকদের কিছুটা হলেও অবসর ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ তৈরি হয়েছে এখানে। বন্দরনগরীতে এমনিতেই মানুষের চিত্তবিনোদনের জায়গা সংকুচিত হয়ে গেছে। নান্দনিক এ প্রকল্প পুরোটা বাস্তবায়িত হলে কর্মক্লান্ত নগরজীবনে কিছুটা হলেও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট রোডকে নান্দনিক সাজে সাজানো হচ্ছে। বর্তমানে এ সড়কে ৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে এ রোডের উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে। কাজের মধ্যে রাস্তার দৃষ্টিনন্দন ফুটপাথ, রাস্তার পাশে সৌন্দর্যকরণ, চার লেনের রাস্তা নির্মাণ চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও বিউটিফিকেশন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নৌকার ওপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুরাল। নগরীর বড়পুল এলাকায় স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুবিশাল ভাস্কর্য বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। আমি বিশ্বাস করি এটি একটি দৃষ্টিনন্দন ও ঐতিহাসিক ভাস্কর্য হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

নগরীকে গ্রিন সিটিতে পরিণত করার লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন মোড় ও সড়কের মিড-আইল্যান্ডগুলোতে সবুজায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পরিত্যক্ত খোলা জায়গা ও সড়ক দ্বীপকে দৃষ্টিনন্দন ও সবুজ বাগানে পরিণত করা হয়েছে যা সৌন্দর্যবর্ধনের সাথে সাথে পরিবেশ রক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে। নিউ মার্কেটের মোড়ে শহিদ কামাল চত্বরে 'স্বাধীনতার স্তম্ভ' ও প্রবর্তক মোড়ে স্থাপিত 'রূপালি গিটার' এ-শহরের নান্দনিকতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বৃক্ষ বাঁচলে পরিবেশ বাঁচবে, আর পরিবেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। তাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে

গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচতে হলে বেশি বেশি করে গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যক্রম চালাতে হবে। বৃক্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল অনুঘটক। পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি গাছপালা মানুষের বেঁচে থাকারও প্রধান উপদান যোগায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সবুজায়ন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ছাদ বাগান কর্মসূচি, রাস্তার পাশে গাছের চারারোপণ, বনায়নসহ নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। এ লক্ষ্যে প্রিয় নগরবাসীকে নগরের পতিত জায়গায়, বাড়ির ছাদে বনজ, ফলদ ও ঔষধিসহ বিভিন্ন গাছ রোপণের আহ্বান জানাচ্ছি। বিগত বছরের শেষের দিকে চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বৃক্ষমেলার আয়োজন করে নগরবাসীকে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৪টি ওয়াসা এবং ৪টি পৌরসভা অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা ও পৌরসভা তাঁদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করে। এ উদ্যোগসমূহের মধ্যে ডোর-টু-ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ, ইনটারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল, স্মাট ড্যাশবোর্ড ও ওয়েব রিপোর্টিং টুলস প্রণয়ন, হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশন, নিজস্ব কল সেন্টার (১৬১০৪) চালুকরণ, মোবাইল অ্যাপস প্রণয়ন, অনলাইন সনদপত্র অটোমেশন, স্পট ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও সড়ক কর্তনের অনুমতি প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস অন্যতম। উক্ত ইনোভেশন ফেয়ারে চসিক প্রথম স্থান অর্জনের গৌরব লাভ করে যা শুধু চসিকের নয়, পুরো চট্টগ্রামের বিশাল অর্জন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আজীবন বাংলার মানুষ এই বীর সন্তানদের বিনম্রচিত্তে স্মরণ করবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ জাতি কোনো সংবর্ধনা-সম্মাননা দিয়ে শোধ করতে পারবে না। তবুও দায়িত্ববোধ থেকে এ বছর চসিকের উদ্যোগে কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে স্বাধীনতা সম্মাননা স্মারকে ভূষিত করা হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে– সাবের আহমদ আসগরি, সাংবাদিকতায়– অঞ্জন কুমার সেন, শিক্ষায়– প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব– আহমদ ইকবাল হায়দার, চিকিৎসায়– প্রফেসর এল. এ. কাদেরী, নারী আন্দোলনে– ফাহমিদা আমিন (মরণোত্তর), সমাজসেবায়– সাইফুল আলম মাসুদ এবং ক্রীড়ায়– অ্যাডভোকেট শাহীন আফতাবুর রেজা চৌধুরী। এ ছাড়াও সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা চিন্তা করে তাদের জন্য আবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪টি ভবন ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ২টি ভবন নির্মাণাধীন আছে। চলতি অর্থ বছরে এখাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মহানগরে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে ৫০ জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ৫ বছরের মধ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাই গৃহহীন এ মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহনির্মাণের জন্য চসিক আনুমানিক ১৩ কোটি টাকার একটি প্রাক্কলিত বাজেট প্রস্তুত করে এবং তা আনুমোদন করে চসিক নির্বাচিত পরিষদ। ১০ নং উত্তর কাট্টলীস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোহাম্মদ ইলিয়াছ-এর বসতভিটায় প্রথম "বীর মুক্তিযোদ্ধা ভবন" উদ্বোধন করা হয়। সাড়ে ৯ শ বর্গফুট বিশিষ্ট এ গৃহ নির্মাণ করতে চসিকের ব্যয় হয়েছে আনুমানিক সাড়ে ২৬ লক্ষ টাকা। এরই ধারাবাহিক ৪১নং দক্ষিণ পতেঙ্গা ওয়ার্ডের মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন, ২৫ নং রামপুরা ওয়ার্ডের মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম এবং ৩০ নং পূর্ব মাদারবাড়ী ওয়ার্ডের মুক্তিযোদ্ধা নুর আহম্মদ এর বাড়ি নির্মাণকাজ সমাপনান্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৪ নং লালখান বাজার ওয়ার্ডে বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জু মিয়ার বাড়ীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ বছর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকারী মরহুম এম.এ.হান্নান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মরহুম আতাউর রহমান খান কায়সারসহ ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে সংবর্ধনা দিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের হাতে ক্রেস্ট, সম্মাননা ও সম্মানীর টাকা তুলে দেয়া হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দুই বছর ১৫০ জন করে, পরের দুই বছর ১৭০ জন করে এবং এই অর্থ বছরে ১৭৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা দেয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এ অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট-এর মাধ্যমে পিচঢালা সড়কের মোট সংখ্যা ১২০২টি। মোট দৈর্ঘ্য ৭০৩ কি.মি. ও গড় প্রস্থ ৭.২০ মি.। কংক্রিট সড়কের মোট সংখ্যা ১১৭৭টি, মোট দৈর্ঘ্য ২৯৩ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫৫ মি. । ব্রিক সলিং সড়কের মোট সংখ্যা ২০৩টি, মোট দৈর্ঘ্য ৪২ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫০ মি.। কাঁচা সড়কের মোট সংখ্যা ২৩২টি, মোট দৈর্ঘ্য ৩৯ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৮০ মি.। খালের মোট সংখ্যা ৫৭টি, মোট দৈর্ঘ্য ১৬১ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৮ মি.। পাকা নর্দমার মোট দৈর্ঘ্য ৭৩৮ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.১০ মি.। কাঁচা নর্দমার মোট দৈর্ঘ্য ২৭ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৪০ মি.। ফুটপাথের মোট সংখ্যা ১৩৮টি, মোট দৈর্ঘ্য ১৬৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৮০ মি.। প্রতিরোধ দেওয়ালের মোট দৈর্ঘ্য ৯৪ কি. মি. এবং গড় প্রস্থ ১.২৫ মি.। মোট ব্রিজ ১৯৫টি। গভীর নলকূপ ৪২৩টি, কালভার্ট ১০৩২টি।

প্রকৌশল বিভাগ-এর কাজকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ৪টি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক, ১টি পানি বহনকারী ট্রাক, ১টি বিটুমিন বহনকারী গাড়ি, ১টি মোবাইল অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, ১টি মিলিং মেশিন, ১টি মাটির কম্প্রেশন ভাইব্রেটর, ১টি ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন, ১টি শর্ট বুম স্কেভেটর, ১টি লং বুম স্কেভেটর ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এডিপি খাতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৫৩৫.২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। যার মধ্যে "বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন" শীর্ষক প্রকল্পে ৮৫১.২৫ কোটি টাকা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়। বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৫৯ কি. মি. রাস্তা, ৩.২৫ কি.মি. রিটেইনিং ওয়াল, ২৮ কি. মি. ড্রেন নির্মাণ, ৮টি ব্রিজ ও ৪টি কালভার্ট নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। "চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ৪৯ কি. মি. রাস্তা, ৩.০৫ কি. মি. ড্রেন, ২টি কালভার্ট ও স্কেলেটরসহ একটি ফুটওভার ব্রিজনির্মাণ এবং ৩০.৫০ মি. দৈর্ঘ্যের একটি পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ব্রিজসমূহের উন্নয়নসহ আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি ও সড়ক আলোকায়ন শীর্ষক প্রকল্পটির উপ-প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রমে চলমান রয়েছে। একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ১২২৯.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার ওয়ার্ডের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের অধিনে বাস/ট্রাক টার্মিনালের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১৩০ কোটি টাকা চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য ভৌতকাজ চলমান রয়েছে। একনেক কর্তৃক ২৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন "পরিচ্ছন্ন নিবাস নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ১৪ তলাবিশিষ্ট ৭টি ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া বি.এম.ডি.এফ. ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদে বহুতল ভবন নির্মাণ এবং ১১ নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডস্থ ফইল্যাতলী বাজারে বহুতল ভবন ও কিচেন মার্কেট নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

জাইকা সি.জি.পি. প্রকল্পের আওতায় ব্যাচ-১-এ প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা, ব্রিজ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাচ-২-এ প্রায় ৩৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা-নর্দমা-ব্রিজ, রিটেইনিং ওয়াল, স্কুল ভবন নির্মাণকাজ চলমান আছে। এ ছাড়াও জাইকার অর্থায়নে চলমান সি.জি.পি. প্রকল্পের ব্যাচ- ২এর সংশোধিত প্রকল্প তালিকা অনুসারে ৩৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো ২২টি রাস্তার উন্নয়ন (সড়ক বাতিসহ) কাজ আগামী জানুয়ারি ২০২১ সাল-এর মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়াও পাথরঘাটা রবীন্দ্র-নজরুল সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার, পূর্ব মাদারবাড়ী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, পশ্চিম মাদারবাড়ী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, পাঠানটুলী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইকোন শেল্টার, হালিশহর আলহাজ্ব মহব্বত আলী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, দক্ষিণ-মধ্যম হালিশহর আহম্মদ মিয়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এবং নগরের লালদিঘির দক্ষিণ পাড়ে ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৮ তলাবিশিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, সাইক্লোন শেল্টার ও পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪১টি ওয়ার্ডের সকল রাস্তা ও অলিগলিতে স্থিত পিডিবি পোলে এবং নতুন জিআই পোল স্থাপন করে টিউব, এনার্জি, হাইপ্রেসার ও **LED** বাতি দ্বারা শতভাগ আলোকায়নকাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। বাতি সংখ্যা আনুমানিক ৫১ হাজার, যা ১৫৫৬টি সুইচিং পয়েন্টের মাধ্যমে অন-অফ করা হয়। উন্নত বিশ্বের আদলে **Smart City** গড়ে

তোলার লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প হিসাবে কাজির দেউড়ি হতে টাইগার পাস সড়কে কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে **LED** লাইট স্থাপনের মাধ্যমে আলোকায়ন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয় যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরো ২৭ কি. মি. সড়কে **LED** বাতি স্থাপন করা হয়েছে যার ব্যয় ৭ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। সরকারি একটি প্রকল্পের অধীনে নগরীর ৫৬ কি. মি. সড়কে নন-সোলার এবং ২ কি. মি. সড়কে সোলার **LED** বাতি স্থাপন করা হয়। এই বাতিসমূহে **C.M.S.** (সেন্ট্রাল কন্ট্রোল মনিটরিং সিস্টেম) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে অন-অফ এবং মনিটরিং করা হয়। এতে পূর্বের তুলনায় অর্ধেক বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে নগরীর ৪টি ওয়ার্ডের প্রতি ওয়ার্ডে কম-বেশি ১০ কি. মি. করে ৪৬৬.৭৪ কি.মি. সড়কে ২৬০.৮৯৮৭ কোটি টাকা ভারতীয় লোন **(LOC-3)** ও সরকারি অর্থায়নে ২০,৬০০টি **LED** বাতি এবং আনুষঙ্গিক মালামাল স্থাপনপূর্বক আলোকায়ন সম্পাদনের জন্য একটি প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একনেকে অনুমোদন প্রদান করেন। উক্ত প্রকল্পের কাজ আগামী ডিসেম্বর, ২০২০ সালে শুরু হবে।

এ ছাড়াও জাইকার অর্থায়নে আনুমানিক ৭৮ কি.মি. সড়কে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে **LED** বাতি স্থাপন কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ও কাজ চলমান রয়েছে। উপরোক্ত সড়ক বাতি সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন হলে প্রতিশ্রুত নগরীর ৪১টি ওয়ার্ড এলকায় শতভাগ **LED** বাতি স্থাপনের প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই বাস্তবায়িত হবে।

আগ্রাবাদস্থ সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক মার্কেটটি ১১-তলায় উন্নীত করা হবে। এখানে ২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নীচ তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত সেন্ট্রাল এসি, ৫-তলায় ফুডকোর্ট, সিনেপ্লেক্স ও কিড্স জোন করা হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটির অর্থায়নে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবনটি ৬ থেকে ১১ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত আই.টি. ভিলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে বি.এফ.আই.ডি.সি. রোডসংলগ্ন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর ১১.৫৫১ একর জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জলাবদ্ধতা নিরসনে বিগত ৪ বছরে নগরীর প্রতিটি সড়কের পাশে পরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৫ হাজার ৬ শত ১৬ কোটি টাকার ১টি মেগা প্রকল্প সি.ডি.এ.-কে অনুমোদন দিয়েছেন, যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের প্রকল্প সহায়তায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে। আশা করা যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে দৃশ্যমান পরিবর্তন হবে। দৃষ্টিনন্দন হবে আমাদের প্রিয় নগর চট্টগ্রাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবন্ধীরা যাতে অবহেলিত না হয় সেদিকে সকলকে সুদৃষ্টি রাখতে হবে। পরিমিত পরিচর্যা, স্কুলভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সঠিক স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনে সঠিক ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর অটিজমের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকখানি সহায়ক। চলতি অর্থ বছরে এ-খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর শোভাবর্ধনে "প্রবর্তক মোড় হতে গোল পাহাড় মোড়" পর্যন্ত মিডআইল্যান্ড, উভয় পার্শ্বের ফুটপাথ, গোলচত্বরসহ প্রায় ৪৫০ মিটার এলাকাজুড়ে সম্পূর্ণ আধুনিকায়নের মাধ্যমে সৌন্দর্যবর্ধন এবং জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা ও সেবা সম্প্রসারণের জন্য কাজ চলমান রয়েছে।

বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে একটি উন্মুক্ত উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এই উদ্যান নির্মাণ করছে রিফর্ম লি. এবং স্টাইল লিভিং আর্কিটেক্টস লি.। নগরীর ষোলশহর ২ নং গেটস্থ এ বিপ্লব উদ্যানকে বেছে নিয়েছে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। দুই একর জমি নিয়ে এই বিপ্লব উদ্যান প্রতিষ্ঠিত। উন্নয়ন প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে "সোল স্কয়ার" বা "প্রাণের স্পন্দন"। সম্পূর্ণ আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে এ উন্মুক্ত পার্কটির কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। শিশুবান্ধব নগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৩ নং পাহাড়তলী ওয়ার্ডস্থ শহিদ শাহাজাহান মাঠসংলগ্ন স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত মনোরম পরিবেশে "শেখ রাসেল শিশু পার্ক" নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ

১। আধুনিক নগর ভবন নির্মাণ

২। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্মার্ট সিটি প্রকল্প

৩। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এয়ারপোর্ট রোড সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিনির্মাণ

৪। সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ

৫। চট্টগ্রাম মহানগরীতে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মেট্রো রেল নির্মাণ

৬। মাস্টার প্ল্যানের সুপারিশমতে প্রস্তাবিত নতুন সড়ক নির্মাণ

৭। মুরাদপুর, ঝাউতলা, অক্সিজেন ও আকবর শাহ রেলক্রসিং-এর উপর ওভারপাস নির্মাণ

৮। ঢাকামুখী ও হাটহাজারীমুখী বাস টার্মিনাল নির্মাণ

৯। কন্টেইনার ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

১০। নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণ

১১। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জায়গায় স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ

১২। নগরীর কাঁচা বাজারগুলির আধুনিকায়ন

১৩। সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বর্তমান বাকলিয়া স্টেডিয়ামে স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ

১৪। ওয়ার্ডভিত্তিক খেলার মাঠ, শিশু পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, মিলনায়তন, ব্যায়ামাগার ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ

১৫। চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে আধুনিক কনভেনশন হল নির্মাণ

১৬। নগরীতে জোনভিত্তিক মুক্তমঞ্চ ও থিয়েটার ইনস্টিটিউট নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। এ-শহরেই বাস করছি। স্বাভাবিকভাবে জন্মভূমির প্রতি সবার আকর্ষণ ও দুর্বলতা থাকে। আমিও ব্যতিক্রম নই। দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাও আছে। মানুষের ভালবাসা নিয়ে আজীবন মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই। এ-নগরবাসীর সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং আগামীতেও থাকবো। এ-নগরবাসীর কাছে আমি অনেক বেশি ঋণী। বেঁচে থাকলে, এ ঋণশোধ করার চেষ্টায় থাকবো সর্বক্ষণ। মেয়র হিসেবে আজই আমার মেয়াদ শেষ দিন। গত মেয়র নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মেয়র পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি আমি চিরঋণী।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় নগরবাসীর কাছে, যাঁরা আমাদের পরিষদকে এ নগরের নাগরিকসেবা ও উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে, আমি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন বাজেট-এর খাতওয়ারি বিবরণী উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হোসেন হিরণকে অনুরোধ করছি।

তারিখ
২০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
০৪ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

(আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থ বছর

আয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	বাজেট ২০১৯-২০২০
১	২	৩	৪	৫
	প্রাপ্তি :			
১।	বকেয়া কর ও অভিকর-(নগদান নোট-১)	১৯৯,১৭,৪০,০০০.০০	৫৩,৪০,২৪,০০০.০০	২০১,৮৩,১৮,০০০.০০
২।	হাল কর ও অভিকর-(নগদান নোট-২)	১৪৯,২৩,০২,০০০.০০	৮৪,০৬,১০,০০০.০০	১৪৪,৩৬,৬০,০০০.০০
৩।	অন্যান্য করাদি- (নগদান নোট-৩)	১৩১,০২,৫০,০০০.০০	৮৮,২৬,০০,০০০.০০	১৩২,০২,৫০,০০০.০০
৪।	ফিস- (নগদান নোট-৪)	১২২,১০,৫০,০০০.০০	৮০,০৫,৫০,০০০.০০	১১১,৫৫,৫০,০০০.০০
৫।	জরিমানা-	৫০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৬।	সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয়-(নগদান নোট-৫)	৯৮,৯০,০০,০০০.০০	৪৮,৫৬,০০,০০০.০০	৯১,৫৫,০০,০০০.০০
৭।	ব্যাংক স্থিতি থেকে আয়-	৫,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
৮।	বিবিধ আয়- (নগদান নোট-৬)	২৭,৬২,০০,০০০.০০	১৫,৮১,২৫,০০০.০০	২০,৬৯,০০,০০০.০০
৯।	ভর্তুকি- (নগদান নোট-৭)	২৭,২৫,০০,০০০.০০	১৭,৫৫,০০,০০০.০০	২৪,৭৫,০০,০০০.০০
	নিজস্ব উৎসে মোট প্রাপ্তি=	৭৬০,৮০,৪২,০০০.০০	৩৮৮,৯০,০৯,০০০.০০	৭৩২,২৬,৭৮,০০০.০০
১০।	ত্রাণ সাহায্য-	৮০,০০,০০০.০০	৬০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
১১।	উন্নয়ন অনুদান- (নগদান নোট-৮)	১৬২৩,৫০,০০,০০০.০০	১০১৯,৬৪,৭৩,০০০.০০	১৭০২,০০,০০,০০০.০০
১২।	অন্যান্য উৎস- (নগদান নোট-৯)	৫১,২০,০০,০০০.০০	৩৮,৭৯,০০,০০০.০০	৫১,৪৫,০০,০০০.০০
	মোট=	১৬৭৫,৫০,০০,০০০.০০	১০৫৯,০৩,৭৩,০০০.০০	১৭৫৩,৬৫,০০,০০০.০০
	সর্বমোট প্রাপ্তি=	২৪৩৬,৩০,৪২,০০০.০০	১৪৪৭,৯৩,৮২,০০০.০০	২৪৮৫,৯১,৭৮,০০০.০০

(আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন)

মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০২০-২০২১ অর্থ বছর

ব্যয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০১৯-২০২০	বাজেট ২০১৯-২০২০
১	২	৩	৪	৫
	পরিশোধ :			
১।	বেতনভাতা ও পারিশ্রমিক- (নগদান নোট-১০)	২৯০,৪০,০০,০০০.০০	২৩৪,০২,৮৫,০০০.০০	২৮২,৯০,০০,০০০.০০
২।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-(নগদান নোট-১১)	৫৪,৯০,০০,০০০.০০	১৯,৫০,৫০,০০০.০০	৫৩,৪৫,০০,০০০.০০
৩।	ভাড়া-কর ও অভিকর- (নগদান নোট-১২)	৬,৯৫,০০,০০০.০০	৩,৪২,৫০,০০০.০০	৬,৭০,০০,০০০.০০
৪।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি- (নগদান নোট-১৩)	৪৬,৫০,০০,০০০.০০	৩৪,৪৫,০০,০০০.০০	৪৬,৩০,০০,০০০.০০
৫।	কল্যাণমূলক ব্যয়- (নগদান নোট-১৪)	৩৮,৯৫,০০,০০০.০০	১০,৯০,০০,০০০.০০	৩৩,৭৫,০০,০০০.০০
৬।	ডাক, তার ও দূরালাপনী- (নগদান নোট-১৫)	১,৭১,০০,০০০.০০	৬৪,৬৫,০০০.০০	১,৬৬,০০,০০০.০০
৭।	আতিথেয়তা ও উৎসব- (নগদান নোট-১৬)	৬,০৫,০০,০০০.০০	৪,২২,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
৮।	বিমা- (নগদান নোট-১৭)	৫৫,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০	৫৫,০০,০০০.০০
৯।	ভ্রমণ ও যাতায়াত-(নগদান নোট-১৮)	১,৭৫,০০,০০০.০০	১৭,৫০,০০০.০০	১,৫৫,০০,০০০.০০
১০।	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা-(নগদান নোট-১৯)	৫,৮৫,০০,০০০.০০	২,০৭,০০,০০০.০০	৫,৮৫,০০,০০০.০০
১১।	মুদ্রণ ও মনিহারি-(নগদান নোট-২০)	৫,৪৫,০০,০০০.০০	২,৩৬,৫০,০০০.০০	৫,৪০,০০,০০০.০০
১২।	ফিস বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয়-(নগদান নোট-২১)	১,১৩,০০,০০০.০০	২৬,০০,০০০.০০	১,২৩,০০,০০০.০০
১৩।	প্রশিক্ষণ ব্যয়-(নগদান নোট-২২)	৮৫,০০,০০০.০০	১৯,০০,০০০.০০	৮৫,০০,০০০.০০
১৪।	বিবিধ ব্যয়-(নগদান নোট-২৩)	২৩,৮৪,০০,০০০.০০	১০,৯৬,০০,০০০.০০	২১,২৪,২৫,০০০.০০
১৫।	ভাণ্ডার-(নগদান নোট-২৪)	৭২,৫০,০০,০০০.০০	২৯,৭০,০০,০০০.০০	৭৮,৭৫,০০,০০০.০০
	মোট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ=	৫৫৭,৩৮,০০,০০০.০০	৩৫৩,০৪,৫০,০০০.০০	**৫৪৫,১৮,২৫,০০০.০০**
১৬।	ত্রাণ ব্যয়-	৮০,০০,০০০.০০	৬০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
১৭।	বকেয়া দেনা-(নগদান নোট-২৫)	৭৯০,৬০,০০,০০০.০০	৫১,৩০,০০,০০০.০০	১৭৩,৪০,০০,০০০.০০
১৮।	স্থায়ী সম্পদ-(নগদান নোট-২৬)	১০২,৯৫,০০,০০০.০০	২৩,৭৪,০০,০০০.০০	১১২,০০,০০,০০০.০০
১৯।	উন্নয়ন (ক) রাজস্ব তহবিল ও অন্যান্য (নগদান নোট-২৭(ক)	১৫৪,০০,০০,০০০.০০	৪৬,১০,০০,০০০.০০	১৬৪,০০,০০,০০০.০০
২০।	উন্নয়ন (খ) এডিপি/অন্যান্য (নগদান নোট-২৭ (খ))	৭৯০,৫০,০০,০০০.০০	৯৪০,৮৪,৭৩,০০০.০০	১৪৫২,০০,০০,০০০.০০
২১।	অন্যান্য ব্যয়-(নগদান নোট-২৮)	৩৭,৯৫,০০,০০০.০০	৩১,১৪,০০,০০০.০০	৩৭,৮০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৮৭৬,৮০,০০,০০০.০০	১০৯৩,৭২,৭৩,০০০.০০	১৯৩৯,৪০,০০,০০০.০০
	মোট=	২৪৩৪,১৮,০০,০০০.০০	১৪৪৬,৭৭,২৩,০০০.০০	২৪৮৪,৫৮,২৫,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত=	২,১২,৪২,০০০.০০	১,১৬,৫৯,০০০.০০	১,৩৩,৫৩,০০০.০০
	সর্বমোট=	২৪৩৬,৩০,৪২,০০০.০০	১৪৪৭,৯৩,৮২,০০০.০০	২৪৮৫,৯১,৭৮,০০০.০০

(আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন)

মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন